গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬ তারিখ ০৬.০৮.২০০৬

বিষয়: **কতিপয় পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করার অভিযোগ হতে উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রসংগে**।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এর পত্র নং-২(৫)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৬/১৯৩ তারিখ ২৮.৬.২০০৬ এবং সমনথির পত্র নং-২৫৮ তারিখ ২০.০৭.২০০৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সম্প্রতি তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রায় ১৮৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান যুগপৎ বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা গ্রহণ করেছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করে। উক্ত অভিযোগ এই মর্মে অভিমত ব্যক্তি করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ. ই সার্কুলার নং-৯ অনুযায়ী এ দুটি সুবিধা যুগপৎ ভোগ করার অবকাশ নেই। ফলে, হয় নগদ সহায়তার অর্থ অথবা বন্ড সুবিধায় ব্যবহৃত উপকরণের শুল্ক-কর ফেরৎযোগ্য।

২। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তি জারী করে এবং তার অনুলিপি সকল শুল্ক ভবনে প্রেরণ করে। উক্তরূপ বিজ্ঞপ্তির যোগসূত্রে শুল্ক ভবনগুলি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বন্ডের আওতায় পণ্য আমদানিতে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বিকেএমইএ নিম্নরূপ আপত্তি উত্থাপন করে:

(ক) তাঁদের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি কখনই বন্ড সুবিধা ও নগদ সহায়তা যুগপৎ গ্রহণ করেনি। কোনকোন প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স থাকলেও যে উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা নেয়া হয়েছে তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত হয়নি। অর্থাৎ উক্ত উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে স্বাভাবিকভাবে সংগৃহীত হয়েছে। যেহেতু বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা দেয়া হয়নি; সেহেতু শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অভিযোগ সঠিক নয়;

(খ) নগদ সহায়তার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দা তাঁদের তদন্ত পরিচালনাকালে এ বিষয়ে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক বা বিকেএমইএ এর কোন মতামত গ্রহণ করেনি। যে কারণে এই বিভ্রান্তির সুত্রপাত হয়েছে;

৩। এ পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এবং বিকেএমইএ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গত ১৯.০৭.২০০৬ তারিখে জাতীয়

রাজস্ব বোর্ডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নগদ সহায়তা কীভাবে প্রাপ্য হবে সে বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নগদ সহায়তার জন্য মূল প্রতিপাদ্য হলো সংশ্লিষ্ট উপকরণ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কি-না। কোন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত উপকরণ (নগদ সহায়তাযোগ্য) ব্যবহার করে থাকলে এবং তা বন্ডের আওতায় সংগৃহীত না হলে অথবা তার উপর প্রত্যর্পণ দাবী না হলে, ঐ সকল উপকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে;

(খ) স্থানীয় উপকরণের সাথে উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে বন্ডের আওতায় সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করা হলেও নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। সেক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় সংগৃহীত উপকরণ নগদ সহায়তার পরিগণনা হতে বাদ দিতে হবে।

০৪। সভার আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তাদের তদন্তে উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে কেবল বন্ড লাইসেন্স থাকা অথবা উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে আংশিক বন্ড সুবিধা ভোগ করাকে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেছে যা যথাযথ হয়নি।

০৫। এমতাবস্থায়, উদ্ভূত বিষয়টি (Issue) ন্যায়নুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো:

(ক) আলোচ্য বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে গত ১৯.০৭.২০০৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তাদের ইতোপূর্বে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পুন: পরীক্ষা/পুন: পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র বা সম্পূরক প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং

(খ) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক্রমে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্ত আরোপসহ এ যাবত যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উপানুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত স্বতন্ত্র/সম্পূরক প্রতিবেদন না পাওয়া অবধি স্থগিত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে, এ কারণে গৃহীত সকল ব্যাংক গ্যারান্টি অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড)